

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49721 - রাতের বেলা সহবাস করার কারণে যদি দিবাভাগে বীর্য বরে হয় তাহলে কি রোজা ভঙ্গ হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাতের বেলা সহবাস করার পর কখনো কখনো দিবাভাগে জরায়ু থেকে বীর্য বরে হয়, এতে কি রোজা ভঙ্গ হবে?

এমতাবস্থায় নামাযের জন্য গোসল করা কি ফরজ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

রাতের বেলা সহবাস করার পর যদি বীর্য বরে হয় এতে রোজা ভঙ্গ হবে না। আমাদের জন্য সূর্যাস্ত থেকে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রাতের রাত তমোদরে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তমোদরে জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তমোদরে পরচ্ছদ এবং তমোরা তাদের পরচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়ছেন যে, তমোরা নজীদের সাথে খয়োনত করছেলে, তবে তিনি তমোদরে তওবা গ্রহণ করছেন এবং তমোদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তমোরা নজি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তমোদরে জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরেরে শুভ্র সুতা পরস্কার ফুটে উঠে।...[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

রাতের সহবাস করার কারণে দিনের বেলায় বীর্য বরে হলে রোজা ভঙ্গ হবে না মর্মে আলমে সমাজ উল্লেখ করছেন।

হানাফি মায়হাবে “আল-জাওহারা আল-নাইয়রি” গ্রন্থ (১/১৩৮) বলা হয়েছে-

“যদি সহবাসকারী ফজরের সময় হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে অঙ্গটি বরে করে নিয়ে এবং ফজরের সময় শুরু হওয়ার পর বীর্যপাত করে এতে করে তার রোজা ভঙ্গ হবে না।” সমাপ্ত

মালকি মায়হাবে “হাশিয়াতুদ দুসুকি” গ্রন্থ (১/৫২৩) বলা হয়েছে-

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কটে যদি রাতেরে বেলোয় সহবাস করে আর ফজরেরে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার বীর্যপাত হয়; প্রতীয়মান অভিমিত হচ্ছে- এতে কোন অসুবিধা নাই। এ মাসয়ালা সেরে মাসয়ালার মত 'কটে যদি রাতেরে বেলোয় সুরমা লাগয়ি থাকে সেরে সুরমা যদি দিনেরে বেলোয় তার গলায় এসে যায়' সমাপ্ত। অনুরূপ অভিমিত 'শরহু মুখতাসারি খললি' গ্রন্থ (২/২৪৯) তে ও রয়েছে।

শাফয়েী মাযহাবেরে আলমে ইমাম নববিতাঁর 'আল-মাজমু' গ্রন্থ (৬/৩৪৮) এ বলছেন-

“যদি কটে ফজরেরে আগ থেকে সহবাস শুরু করে এবং ফজরেরে ওয়াক্তেরে সাথে সাথে অথবা ফজরেরে ওয়াক্ত হওয়ার অন্তিমিলম্ববে অঙ্গটি বেরে করে বীর্যপাত করে তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ এ বীর্যপাত বধৈ সহবাসেরে কারণে ঘটছে। এ কারণে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যমেন- “কটে যদি কিসাস হিসাবে কারো হাত কাটে; ফলে লোকটি মারা যায়।” সমাপ্ত।

দুই:

যদি সহবাস করে গোসল করে ফলের পর বীর্যপাত হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় গোসল করা ফরজ নয়। কারণ গোসল ফরজ হওয়ার কারণ তে একটি। সুতরাং এক কারণে দুইবার গোসল ফরজ হবে না। তবে যদি নতুন কোন উত্তজেনার কারণে বীর্যটি বেরে হয় তাহলে গোসল ফরজ হবে।

এ বিষয়ে [44945](#) ও [12352](#) নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারতি আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।